

আখেরাত সিরিজ-৪

আখেরাত পর্ব-১

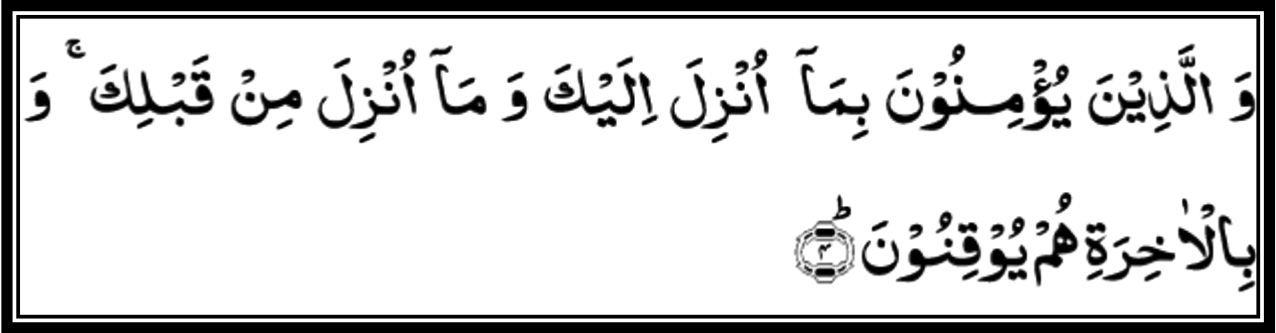
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টি ২য়টি ‘আখেরাত’ আজকের আলোচনার বিষয়। আখেরাত অর্থ মৃত্যু পরবর্তী জীবন। আল্লাহ আমাদেরকে আবার জীবিত করে বিচারের সম্মুখীন করবেন। দুনিয়ায় ভালো কাজের পুরস্কার হবে জান্নাত। খারাপ কাজের পরিণতি জাহান্নামের আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:৪

১. আর যারা একীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) রাখে আখেরাতের প্রতি।



এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখেরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, (সূরা বাকারা ২:৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:১০২

২. এসব (ম্যাজিক-মন্ত্র)-এর ক্রেতাদের জন্যে আখেরাতে কোনো অংশ নেই।

وَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ؕ وَ مَا كَفَرَ
 سُلَيْمَنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ
 مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ ؕ وَ مَا
 يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ
 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ؕ وَ مَا هُمْ
 بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا
 يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 خَلَقٍ ؕ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করত তাহারা যাহা অনুসরণ করিত। সুলায়মান কুফরি করে নাই, বরং শয়তানরাই কুফরি করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং যাহা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশ্বাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরি করিও না। তাহারা উভয়ের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোনো ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিতে এবং কোনো উপকারে আসত না; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত!

(সূরা বাকারা ২:১০২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:৮৬

৩. এরাই সেইসব লোক, যারা ক্রয় করেছে দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের (সাফল্যের) বিনিময়ে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

তাহারাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না। (সূরা বাকারা ২:৮৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:১১৪

৪. দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-অমর্যাদা, আর আখেরাতে ও তাদের জন্য রয়েছে বড় আযাব।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ
فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

যে কেহ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে এবং উহাদের বিনাশ সাধন প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম কে হইতে পারে? অথচ ভয়-বিহ্বলনা হইয়া তাহাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিলো না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে। (সূরা বাকারা ২:১১৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:১৩০

৫. দুনিয়ায় আমি তাকে (ইব্রাহিমকে) বাছাই করেছি আর আখেরাতে সে হবে ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।



যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে। পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম।
(সূরা বাকারা ২:১৩০)

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:২০০,২০১

৬. কিছু লোক বলে, দুনিয়াতেই আমাদের প্রাপ্ত দিয়ে দাও। আবার কিছু লোক বলে, প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾

অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালেই দাও, বস্তুত পরকালে তাহাদের জন্য কোনো অংশ নাই। (সূরা বাকারা ২:২০০)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً ۗ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করো- (সূরা বাকারা ২:২০১)

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:২১৭

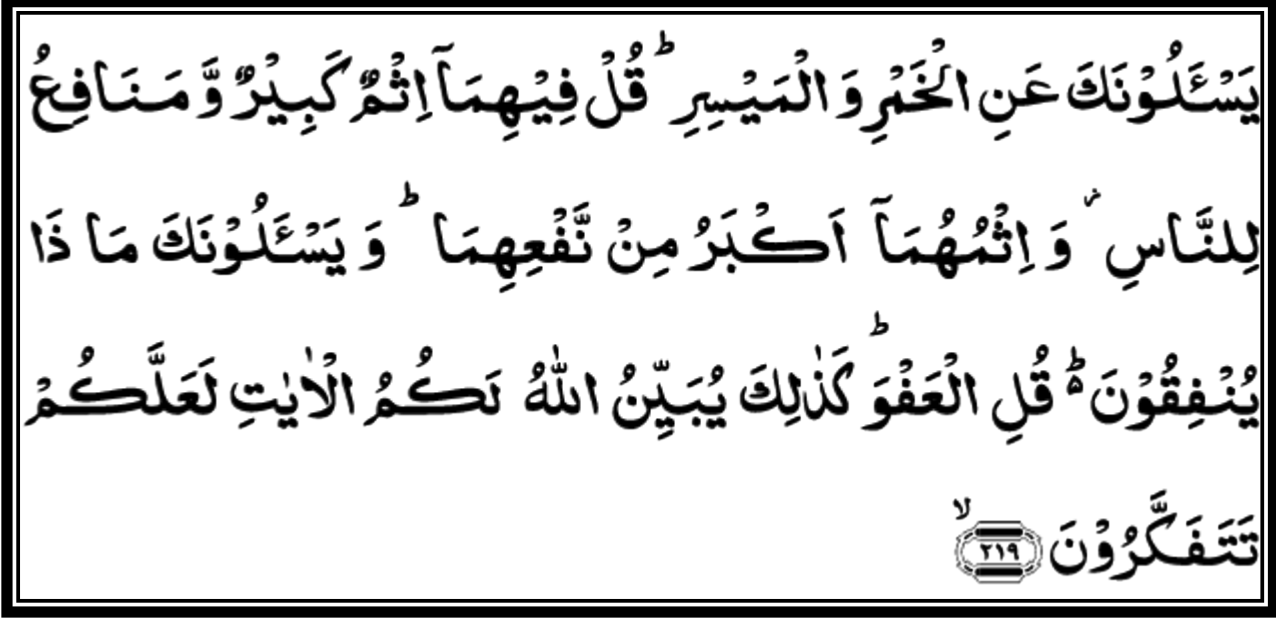
৭. যে কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার সমস্ত আমল হয়ে যাবে নিষ্ফল। তারা হবে আসাহাবুন নার (আগুনের অধিবাসী), তাতেই তারা থাকবে চিরকাল।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ
 صَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
 مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
 يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বলো, উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হইতে ফিরিয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দিন হইতে ফিরিয়া যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখেরাতে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারা ইদোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। (সূরা বাকারা ২:২১৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:২১৯,২২০

৮. আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তার বিধান সমূহ, যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করো দুনিয়া ও আখেরাতকে নিয়ে।



লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকার; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি তাহারা ব্যয় করিবে? বল, যাহা উদ্ভূত। এইভাবে আল্লাহ তাহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর- (সূরা বাকারা ২:২১৯)

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ
 خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَرْحَمًا ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
 الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাহাদের সঙ্গে একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকরী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ২:২২০)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা দুনিয়ার জীবনে মৃত্যুর পর আবার আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মের হিসাব আমাদের থেকে নেয়া হবে। এবং আমাদেরকে পুরস্কৃত অথবা লাঞ্ছিত করা হবে। আসুন, আমরা আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের উপর দৃঢ় ঈমান আনয়ন করি এবং আমলে সালেহ করি। আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করবেন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>